বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.mole.gov.bd
ইমেইল ঃ info@mole.gov.bd

ভূমিকা

রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শ্রম একটি অন্যতম গুরুত্ববহ অর্থনৈতিক উপাদান। জাতীয় উন্নয়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রায়োগিক, কার্যকর ও ইতিবাচক ভূমিকা অগ্রসরমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা সঞ্চারণে বিশেষ অবদান রাখে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। শ্রমিক, মালিক, ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সম্প্রীতির সম্পর্ক উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে যা সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে।

শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে ২০২১-এর মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে এবং ২০৪১-এর মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াসে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এর বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন শিশুশ্রম নিরসন, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, সমকাজে সমমজুরি নির্ধারণ ইত্যাদি অর্জনে এ মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব প্রদান করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং তাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষ করে রানা প্লাজায় দুর্ঘটনার পর পোশাকশিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং শ্রমিকদের কল্যাণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম খাতে ও শ্রমিকের কল্যাণে যে সকল উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন শ্রম-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

২.০ **রূপকল্প** (Vision)

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

৩.০ **অভিলক্ষ্য** (Mission)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

৪.০ **কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)**

৪.০১ **মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

ক. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ;

খ. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা; এবং
গ. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

৪.০২ **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

ক. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;
খ. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
গ. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
ঘ. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন; এবং
ঙ. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও বাস্তবায়ন।

৫.০ কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;
৪. শ্রম আইন ও বিধি প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;
৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;
৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়;
৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;
৮. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন;
৯. ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরি বোর্ড গঠন ও নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন;
১০. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং
১১. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।

৬.০ সাংগঠনিক কাঠামো

৬.০১ প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একজন সচিবের অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিন জন যুগ্মসচিবের তত্ত্বাবধানে চারটি অনুবিভাগ রয়েছে ঃ

(১) প্রশাসন অনুবিভাগ;
(২) শ্রম অনুবিভাগ;
(৩) রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ; এবং
(৪) উন্নয়ন অনুবিভাগ।

৬.০২ প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, বাজেট, সংস্থাপন, আইন ও আদালত, আইসিটি সেল, লাইব্রেরি ও হিসাব অধিশাখা ও শাখা নিয়ে প্রশাসন অনুবিভাগ গঠিত। এর আওতায় রয়েছে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমের আর্থিক ও প্রশাসনিক দিকসমূহ। প্রশাসন অনুবিভাগে রয়েছে মোট ০৫ জন উপসচিব, ০১ জন সিস্টেম এনালিষ্ট ও ০৯ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব।

৬.০৩ শ্রম অনুবিভাগ

শ্রম বিষয়ক অনুবিভাগ তিনটি অধিশাখা নিয়ে গঠিত। এ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সকল অধীন সংস্থার প্রশাসন ও উন্নয়ন বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন- শ্রম আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম কল্যাণ, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান/তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও প্রকাশনা এবং এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সাথে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষাসহ এ সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়ন। শ্রম অনুবিভাগে রয়েছে মোট ০৩ জন উপসচিব ও ০৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব।

৬.০৪ রপ্তানিমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ

রপ্তানিমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ দু'টি অধিশাখা নিয়ে গঠিত। রপ্তানিমুখী শিল্প সংক্রান্ত জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারী শ্রমিকদের শ্রম, সামাজিক নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম, শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আইএলও-এর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক শ্রম সম্মেলন সংক্রান্ত কার্যক্রম। আইএলও গভার্নিং বডির বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি, আইএলও কনভেনশন-এর অনুসমর্থন প্রক্রিয়াকরণ, ডিসেন্ট ওয়ার্ক, লেবার স্ট্যান্ডার্ড, সোশ্যাল সিকিউরিটি, অকুপেশনাল সেইফটি এন্ড হেলথ, আনএমপ্লয়মেন্ট, সোশ্যাল ডায়ালগ এবং বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম এ অনুবিভাগ হতে পরিচালিত হচ্ছে। এ অনুবিভাগে রয়েছে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০১ জন উপসচিব, ০১ জন উপ-প্রধান, ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ও ০৫ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান।

৬.০৫ উন্নয়ন অনুবিভাগ

বাজেট, পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান অধিশাখা নিয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ গঠিত। মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাজেট প্রণয়ন, বিভাজন, সংশোধন, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভ্রমণ বিল প্রস্তুত, চেক সংগ্রহ ও বিতরণ, সিএও অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা উন্নয়ন অনুবিভাগের প্রধান কাজ। মন্ত্রণালয়ের পঞ্চম বার্ষিকী, মধ্য মেয়াদী ও বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সহায়তা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টিও এ অনুবিভাগ-এর আওতাভুক্ত। এ অনুবিভাগে রয়েছে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০১ জন উপসচিব, ০১ জন উপ-প্রধান, ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ও ০৬ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান।

৭.০ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (২০১৭-২০১৮)

৭.০১ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন :

সংশোধিত শ্রম আইনের আলোকে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রণীত বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শ্রম পরিস্থিতি আরো সুসংহত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিধিমালার মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব, মালিকের দায়িত্ব এবং শ্রমিকদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে দেশের শ্রম পরিস্থিতি ধারাবাহিকভাবে উন্নততর হচ্ছে।

৭.০২ **বাংলাদেশ শ্রম আইন:** বর্তমান সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশ শ্রম আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রথমবার ২০০৯ সালে এবং দ্বিতীয়বার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে সময়ের

পরিক্রমায় আইনটি আরও প্রায়োগিক ও বাস্তবমুখী করার উদ্দেশ্যে শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭.০৩ **গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ বাস্তবায়নঃ** দেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনি কাঠামো তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এ প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পুর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গত ৪ জানুয়ারি,২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এ নীতি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। একই সাথে এ নীতি সংবিধানে বিধৃত সমঅধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

৭.০৪ **ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব কাজে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে সকল শিল্পে এখনো শিশুদেরকে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে সে সকল শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে ১৩৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন’-শীর্ষক প্রকল্পের (২০০১ থেকে ২০১৪ সাল) সাহায্যে সর্বমোট ৯০,০০০ হাজার শিশুকে শিশুশ্রম হতে প্রত্যাহারপূর্বক তাদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে ২০১৮-২০২০ সালের মধ্যে ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম থেকে প্রত্যাহার ও তাদের পুনর্বাসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৬ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ৪ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত সকল শিশুকে কর্মক্ষম করে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতিটি শিশুকে মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ১০,০০০ শিশুকে আত্নকর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্ত এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। জেলাপর্যায়ে শিশুশ্রম পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ-সদস্যকে উপদেষ্টা ও জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ‘জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি’ ও ‘উপজেলা পরিবীক্ষণ কমিটি’ গঠন করা হয়েছে।

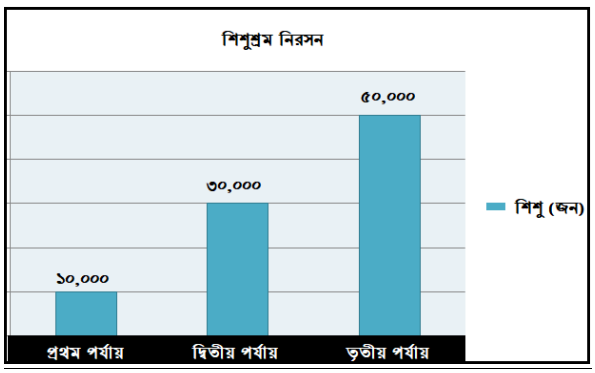

প্রথম পর্যায়ে (২০০১-২০০৪ সাল) ১০,০০০ জন, ২য় পর্যায়ে (২০০৫-২০০৯ সাল) ৩০,০০০ জন, ৩য় পর্যায়ে (২০১০-২০১৭ সাল) ৫০,০০০ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)'-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লাখ শিশুকে ২০২০ সালের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ শিশুশ্রম মুক্ত হবে বলে প্রতিয়মান হয়।

৭.০৬ **শ্রমিকদের নিরাপত্তায় সেইফটি কমিটি :** সংশোধিত শ্রম আইনের ৯০ (ক) ধারার বিধান মোতাবেক পঞ্চাশ বা তদুর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এমন প্রত্যেক কলকারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। গঠিত কমিটি কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকসহ সকলের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আইন ও প্রচলিত বিধি বিধান বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করছে। ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা সুরক্ষিত হচ্ছে।

সেফটি কমিটি মেম্বার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম

৭.০৭ **অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম :** তাজরিন ফ্যাশন এবং রানা প্লাজার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক শিল্পের ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সরকার, মালিক, শ্রমিকপক্ষসহ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন সংগঠন কাজ শুরু করে। গৃহীত হয় জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action)। জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি ইউরোপীয় ক্রেতা জোট সংস্থা (Accord on Fire and Building Safety) এবং উত্তর আমেরিকান ক্রেতা জোট সংস্থা (Alliance for Bangladesh Safety) পোশাক শিল্প কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ করেছে। জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action) এর আওতায় পরিচালিত প্রাথমিক মূল্যায়ন (assessment) কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক মূল্যায়ন এর প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ(assessment) ওয়েবসাইট (www.dife.gov.bd)-এ নিয়মিত আপলোড করা হয়। এতে সমগ্র পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট ক্রেতা গোষ্ঠী বাংলাদেশের পোশাক কারখানার ভবনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

ACCORD এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সাথে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

৭.০৮ **Better Work Programme:** ILO এর সহায়তায় তৈরী পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ Programme-এর আওতায় এ পর্যন্ত ১৩৪টি কলকারখানা নিবন্ধন করা হয়েছে এবং সেখানে ২,৮০,২৫৪ জন শ্রমিক কর্মরত আছে যার মধ্যে ৫৬% নারী শ্রমিক। এছাড়া ৩৪ টি আন্তর্জাতিক বায়ার পার্টনার-এর মধ্যে ১৫টি সক্রিয়ভাবে BWP (Better Work Programme) এর কার্যক্রমকে সহায়তা করছে।

৭.০৯ <u>রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পে (RMG) ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন:</u>

জাতীয় অর্থনীতিতে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের আওতায় আরএমজি সেক্টরের জন্য একটি স্বতন্ত্র ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ পযন্ত উক্ত পরিষদের ৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭.১০ <u>তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:</u>

(ক) ILO (International Labour Organization)-এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে গত ১৬-০৩-২০১৩ তারিখে পোশাক শিল্পে অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে সাভারের রানা প্লাজা দূর্ঘটনার কারণে তৈরী পোশাক শিল্পে ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে উক্ত র্কমপরকিল্পনায় ভবন নরিাপত্তা সংযুক্ত করে গত ২৫-০৭-২০১৩ তারিখে National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the

Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গ্রহণ করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় আইন ও নীতি সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং প্রায়োগিক কার্যাবলী সংক্রান্ত তিনটি মূল ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO এর আর্থিক সহায়তায় ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধিনে BUET, ACCORD এবং ALLIANCE-এর মাধ্যমে সর্বমোট ৩,৭৪৬টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

(খ) **Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh-শীর্ষক প্রকল্প:** ILO-এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে তৈরী পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrety in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে সরকার, BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ৩৭৮০ টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। অত্যান্ত ঝুকিপূর্ণ ১৬৩ টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মেয়াদে ২৪.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কারখানা সংস্কার কাযর্ক্রম অব্যাহত আছে ।

(গ) **Changing Gender Norms of Garments Employees শীর্ষক প্রকল্প:** এ প্রকল্পের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীর জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি, মিডলেভেল ম্যানেজমেন্ট-এর জন্য প্রশিক্ষণ, বিজিএমইএ ও সংশ্লিষ্ট কারখানার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ডাক্তার, নার্স ও ফার্মাসিস্ট প্রমুখের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ইত্যাদি কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪০টি কারখানায় ৭০০টি ব্যাচে ২১,৯৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১/০৭/১৪-৩১/১২/১৭ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.১১ **Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI)-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ:** উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৩২৬ কোটি (তিনশত ছাব্বিশ কোটি) টাকা ব্যয়ে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI)-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদি) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত ০৫টি জেলার (লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও গাইবান্ধা) ১০,৮০০ (দশ হাজার আটশত) জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল মেয়াদকালে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত ১৫৩১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৪২ জন চাকুরীতে প্রবেশ করেছেন।

৭.১২ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-এর আওতায় গাজীপুরের টংগী ও নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় **Occupational Diseases Hospital** নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প: শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে পিপিপি-এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা:

- শ্রমিকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পেশাগত রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।

- নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় ও টংগীতে পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য যথাক্রমে ৩০০ ও ২৭৫ শয্যা বিশিষ্ট্য হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য যথাক্রমে ১০০ ও ৭৫ শয্যা শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে।
- Occupational Diseases Hospital with Labour Welfare Center শীর্ষক প্রকল্পের প্রতিটি ইউনিটে ন্যূনতম ১০ শয্যাবিশিষ্ট একটি বার্ণ ইউনিট-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- প্রকল্পের ICU এবং CCU-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
- Out Patient Consultation Fee সর্বোচ্চ ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- In Patient Bed Rent প্রতিদিনের জন্য সর্বসাকুল্যে ৭৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে Bed Rent, Consultation এবং Diagnostics Fee অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- Operation Charge মূল্য তালিকায় উল্লেখিত দরের উপর ৬০% হ্রাসকৃত দরে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- Consumable Item -এর বিল প্রকৃত খরচ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৭.১৩ **"Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh"-শীর্ষক প্রকল্প:** জার্মান সরকারের সহায়তায় তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিরাপদ-কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, কর্মরত অবস্থায় ইনজুরি হ্রাস করার জন্য "Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ILO-এর সহযোগিতায় জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৭.১৪ **Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh RMG Industry শীর্ষক প্রকল্প:** তৈরী পোষাক শিল্পে কর্মরত মালিক শ্রমিক ও সরকার পক্ষের মধ্যে social dialogue-এর মাধ্যমে অর্থাৎ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করার জন্য এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়ছে। প্রকল্পটি সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আইএলও -এর কারিগরী সহায়তায় এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৭.১৫ **শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্প:** এ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন শ্রম পরিদপ্তর অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ায় এর জনবল কাঠামো এবং সেবার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরন, শ্রমিক-কর্মচারী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকদের কার্যকর ও দ্রুত সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ঢাকার বিজয় নগর এলাকায় ২০ শতাংশ জমির উপর একটি ২৫ তলা **"শ্রম ভবন"** নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৬৩ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে ভবনটির ১০ তলা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৬ টি অফিস ভবন পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়নের জন্য এপ্রিল ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৫৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৭.১৬ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ০৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প: এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নীতকৃত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ০৯টি জেলায় কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গাজীপুর জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় প্রায় ৭২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত।

৭.১৭ **দেশের পার্বত্য অঞ্চলে শ্রমিকদের শ্রম অধিকার সম্পর্কে শ্রম অধিকার সৃষ্টি, শ্রম কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদার করনের ঘাগড়ায় একটি বহুমুখী সুবধিাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লক্সে**

নির্মাণ"প্রকল্প: রাঙ্গামাটি জেলার ঘাগরায় ৬৫.৯৩ কোটি টাকা ব্যয় জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ সাল পযন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

- দেশের ০৩ টি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামজিক কল্যাণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চিয়তাসহ বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- পার্বত্য জেলায় বসবাসরত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানে ল্যাবরেটরি সুবিধাসহ ১০ শয্যা বিশিষ্ট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ;
- উপজাতীয় পোষাক/পণ্য উৎপাদনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
- উপজাতীয় শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের জন্য কর্মসুখী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম মানব সম্পদে রুপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ;
- সংখ্যালঘু নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির উন্নয়নে পরিকল্পনা কমিশনের একনেক কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন।

৭.১৮ **"Gender Equality and Women's Empowerment at Work Place"-শীর্ষক প্রকল্প:** কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উন্নয়ন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য হয়রানি হ্রাসকরণের জন্য জুলাই ,হতে ডিসেম্বর ২০১৭ ,২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ৫২৮.৪৪ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে -

- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নতর হবে;
- শ্রম পরিদর্শকদের এবং শিল্প পুলিশদের কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং যৌন অধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানে মনোনিবেশ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (আইআরআই, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র) কর্তৃক পরিচালিত ইন-সার্ভিস ও প্রি-সার্ভিস প্রশিক্ষণে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং ক্ষতিকর আচরণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে;
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলা করার ব্যাপারে সুশিল সমাজ সংস্থা (Civil Society Organization) এবং বে-সরকারি খাতের অংশীদারীত্ব শক্তিশালী হবে;
- উন্নয়ন ও মানবিক উভয় পর্যায়ে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং ক্ষতিকর আচরণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার তথ্য ও সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

৭.১৯ নারায়ণগঞ্জ বন্দরে এবং চট্টগ্রাম কালুরঘাটে শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ৫০ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটির আওতায় কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা নির্মাণ করা, সুষ্ঠু ও সামাজিক মানসম্মত আবাসিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বসবাসরত মহিলা শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৯৬০ শয্যা ও নারায়ণগঞ্জে বন্দরে ৭০০ শয্যা সর্বমোট ১৬৬০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডরমিটরি নির্মাণের জন্য জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে একটি প্রকল্প অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭.২০ **"Employment Injury Protection Scheme for the workers in the Textile and Leather Industries"-শীর্ষক প্রকল্প:** কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ এবং দুর্ঘটনা বীমা চালু করার জন্য জার্মান সরকারের সহায়তায় GIZ-এর অর্থায়নে "Employment Injury Protection and Rehabilitation Project"-শীর্ষক প্রকল্পটি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

৭.২১) **"Setting Standards for Life Skills Training"-শীর্ষক প্রকল্প:** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন National Skill Development Council সচিবালয় কর্তৃক "Setting Standards for Life Skills Training"-শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৯৫.৬৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৭ থেকে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৭.২২ নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ:

- এ সরকারের শাসনামলে চিহ্নিত ৪৩টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪০টি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০১০ সালে তৈরী পোষাক শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১৬৬২ টাকা হতে ৮২% বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা পুনর্নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শ্রম কল্যাণ ও উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে শ্রমবান্ধব সরকারের আমলে ২০১৩ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হতে ৭৭% বৃদ্ধি করে ৫,৩০০/- (পাঁচ হাজার তিনশত) টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। মজুরি বোর্ডের সুপারিশ মোতাবেক এ সেক্টরের নিম্নতম মজুরি ৫,৩০০/- (পাঁচ হাজার তিনশত) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা পুনর্নির্ধারন করা হয়েছে যা শীঘ্রই কার্যকর করা হবে।

৭.২৩ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সেক্টরে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ: দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫' গঠন করা হয়। উক্ত কমিশনের সুপারিশ গত ০২-০৭-২০১৮ তারিখে মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। শীঘ্রই নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হবে।

৭.২৪ **জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫ :** সরকার কর্তৃক জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ ঘোষণার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য "জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা, ২০১৫" গঠন করে। কমিশন গত মার্চ, ২০১৭ মাসে সুপারিশ চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করে। বিগত ৪ জুলাই, ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং ১১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ মতামতের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়ার পর অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা হবে।

৭.২৫ **নারী ও শিশুশ্রম শাখা:** Urban Informal Economy (UIE) programme of the project of support to the time bound programme towards the elimination of worst forms of child labour in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং এর

তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (সিএলইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে নারী ও শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ শাখা অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া (১) জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল (NCLWC), (২) বিভাগীয় শিশু শ্রম কল্যাণ কাউন্সিল (DCLWC), (৩) জেলা শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ফোরাম (DCRMF), (৪) উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (UCLMC) এর কাজ এ শাখার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

৭.২৬ **সমীক্ষা কার্যক্রম :** শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিবন্ধনের আওতায় দেশের সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । ইতোমধ্যে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কারখানার ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ।

৭.২৭ শিশুশ্রমের পরিসংখ্যান ও নিরসন :

বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুদের শ্রমে নিয়োগের হার অনেক বেশী। আইএলও-এর সহায়তায় বিবিএস কর্তৃক শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৩ সালের শিশুশ্রম সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩.৪ মিলিয়ন এবং তাদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১.২ মিলিয়ন। এ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম হতে প্রত্যাহার করার জন্য 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । প্রকল্প ২০১৮ হতে ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস'২০১৫ এর জাতীয় সেমিনার।

৭.২৮ জার্মান সরকারের সাথে সহযোগিতা চুক্তি : কর্মসংস্থানে দূর্ঘটনা বীমা ব্যবস্থায় একটি আইনি কাঠামো স্থাপনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে জার্মান সরকার, ILO এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিগত ০৬/১০/২০১৫ তারিখ একটি Letter of Intent স্বাক্ষরিত হয়। এর আলোকে চারটি ব্যাচে সরকার পক্ষের ২৪ জন, মালিক পক্ষের ২৪ জন এবং শ্রমিক পক্ষের ২৪ জন করে মোট ৯৬ জন জার্মানীতে সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, চিকিৎসা এবং দূর্ঘটনা বীমার উপর জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

জার্মান সরকার, আইএলও ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

জার্মান সরকারের সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে সুস্থ সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, চিকিৎসা, দুর্ঘটনা বীমা এবং পূর্ণবাসনের জন্য " Employment Injury Protection and Rehabilitation Project" শীর্ষক নামে একটি প্রকল্প GIZ এর মাধ্যমে প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে। তাছাড়া, জার্মান সরকারের সহায়তায় কলকারখানা ও শ্রমিকের স্বার্থে শ্রম সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধিমালার টেকসই পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন এবং তৈরী পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইনসুরেন্স স্কীম প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ILO কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে । প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ৯৫৮.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৭.২৯ Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh RMG Industry শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন :

প্রকল্পটি সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকারের ৬৬ কোটি টাকা অর্থায়নে আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো তৈরী পোষাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংলাপ-প্রক্রিয়ার প্রসার এবং সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল (১) সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির টেকসই উন্নয়ন; (২) সালিশ ও মধ্যস্ততার টেকসই ও কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা; (৩) লিঙ্গ-সমতার বিষয়ে সজাগ থাকাসহ সামাজিক সংলাপ এবং বিরোধ-নিরোধ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৭.৩০ ডিজিটাল কার্যক্রম : বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে অন্যদিকে কাজের গতিশীলতা বাড়বে এবং সময়ের অপচয় কমবে।

ডিজিটাল কার্যক্রম: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে-

- অনলাইন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হচ্ছে;
- কারখানাসমূহের পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম 'Labour Inspaction Management Application (LIMA)' মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে;
- শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা পরামর্শের জন্য 'শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা' মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের অনুদান মোবাইল ব্যাংকিয়ের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও তাদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে ।

- **শ্রম ই-লাইব্রেরী:** শ্রম সম্পর্কিত যেকোন প্রকাশনা প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোন সময় যেকোন স্থান থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সহজে ব্যবহার করতে পারবেন। বই সংগ্রহ ও বহনের সমস্যা দূরীভূত হবে। সেবার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **ডিজিটাল হাজিরা:** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল হাজিরা চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল হাজিরা চালুর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের দৈনিক আগমন ও প্রস্থানের হাজিরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে নেওয়া হচ্ছে।
- **ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PIMS) :** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি PIMS Software তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে। PIMS Software তৈরী সম্পন্ন হলে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ যেমনঃ ব্যক্তিগত তথ্য, ছুটির বিবরণ, মাসিক বেতন বিলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দ্রুত পাওয়া যাবে। এর ফলে প্রশাসন ও হিসাব শাখার কাজে গতিশীলতা আসবে।
- **Inventory, Requisition and Meeting Management** : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে ডিজিটাল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে 'Inventory, Requisition and Meeting Management' বিষয়ক সফটওয়্যারটি তৈরি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- **ই-নথি বাস্তবায়ন:** সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের অনেক কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে । ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সময়, শ্রম ও অর্থের অনেক সাশ্রয় হচ্ছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা

www.dife.gov.bd

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শ্রমিক, মালিক, ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সম্প্রীতির সম্পর্ক উন্নয়নে এ অধিদপ্তর ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে যা সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখছে। শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে এই অধিদপ্তর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হওয়ার পর এর ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে এ অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধিসহ অবকাঠামোর উন্নতি এবং সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যাবলি:

- কারখানার লে-আউট প্ল্যান এবং লে-আউট সম্প্রসারণের নকশা অনুমোদন;
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকরি বিধি অনুমোদন;
- 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬'-এর বিভিন্ন ধারা ও বিধি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব ও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি প্রদান;
- শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং DIFE-সংশ্লিষ্ট আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা;
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা;
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষে মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- কলকারখানার নিবন্ধীকরণ এবং লাইসেন্স নবায়ন;
- পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- বিভিন্ন কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- বিভিন্ন কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সামগ্রিক অগ্রগতির কিছু পরিসংখ্যানগত চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: তাজরিন ফ্যাশন এবং রানা প্লাজার মর্মান্তিক দূর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক শিল্পের ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার, মালিক, শ্রমিকপক্ষসহ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন সংগঠন

কাজ শুরু করে। গৃহীত হয় জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action)। জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি ইউরোপীয় ক্রেতা জোট সংস্থা (Accord on Fire and Building Safety) এবং উত্তর আমেরিকান ক্রেতা জোট সংস্থা (Alliance for Bangladesh Safety) পোশাক শিল্প কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ করছে।

সংস্কার সমন্বয় সেল Remediation Coordination Cell (RCC):

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজায় দুর্ঘটনার পর National Initiative এর পাশাপাশি European Union-এর অন্তর্ভুক্ত বায়ারদের সংগঠন Accord এবং উত্তর আমেরিকার বায়ারদের সংগঠন Alliance বাংলাদেশের শিল্পকারখানার (RMG) নিরাপদ ও সুস্থ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত Accordকর্তৃক ১৫০৫টি ও Alliance কর্তৃক ৮৯০টি কারখানায় Compliance নিশ্চিত করার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থাৎ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের National Initiative হিসেবে ১৫৪৯টি কারখানায় সংস্কার কার্যক্রম চলমান। National Initiative-এর অংশ হিসেবে ১৫৪৯টি কারখানায় সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক Remediation Coordination Cell (RCC) গঠন করা হয়েছে। উক্ত RCC তে ১টি Core Body ও ৩টি Task Force রয়েছে। Task Force -এর প্রধান কাজ হলো শিল্প কারখানার Details Engineering Assessment ও Corrective Action Plan বিশ্লেষণ করে কারখানাগুলোর সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করা। উপরোক্ত কাজটি Technical বিধায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বুয়েট, রাজউক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এবং ILO এতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত সাতটি উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলার মোট ৪১৮ টি কারখানা মালিকগণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ছে। আর সি সি এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য মোট ৬০ জন প্রকৌশলী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।

নারী বান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ: কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃত্ব সুরক্ষার জন্য শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বাস্তবায়নসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার স্থাপন করা হচ্ছে। এই অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ২১০ টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে আরও ডে-কেয়ার স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর
• ডে-কেয়ার স্থাপন২৪২ • ডে-কেয়ার স্থাপনে উদ্‌বুদ্ধকরণ সভা৩৯২	• ডে-কেয়ার স্থাপন৩১৭ • ডে-কেয়ার স্থাপনে উদ্‌বুদ্ধকরণ সভা৪৪৯	• ডে-কেয়ার স্থাপন২২১ • ডে-কেয়ার স্থাপনে উদ্‌বুদ্ধকরণ সভা৩৫৬	ডে-কেয়ার স্থাপন ২১৭ ডে-কেয়ার স্থাপনে উদ্‌বুদ্ধকরণ সভা ৩৯৬

কমপ্লায়েন্স কারখানা: শ্রম আইন ও বিধিবিধান মেনে চলে এমন কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কমপ্লায়েন্স হয়েছে মোট ২০০০ টি কারখানা।

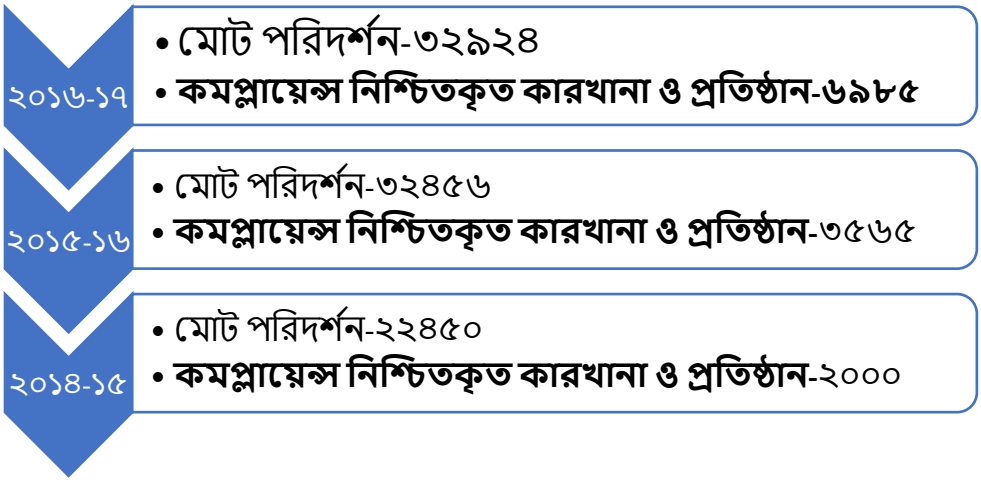

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কাজসমূহকে সহজীকরণ এবং তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে এই অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অ্যাপটিকে ব্যবহার উপযোগি করতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে মোট ১৪০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ২০১৮-এর মার্চ-এ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণকে ৩২৫টি ট্যাবলেট কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে। এসব ট্যাবে **লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)** চালু করা হয়েছে ।

২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান চিত্র।

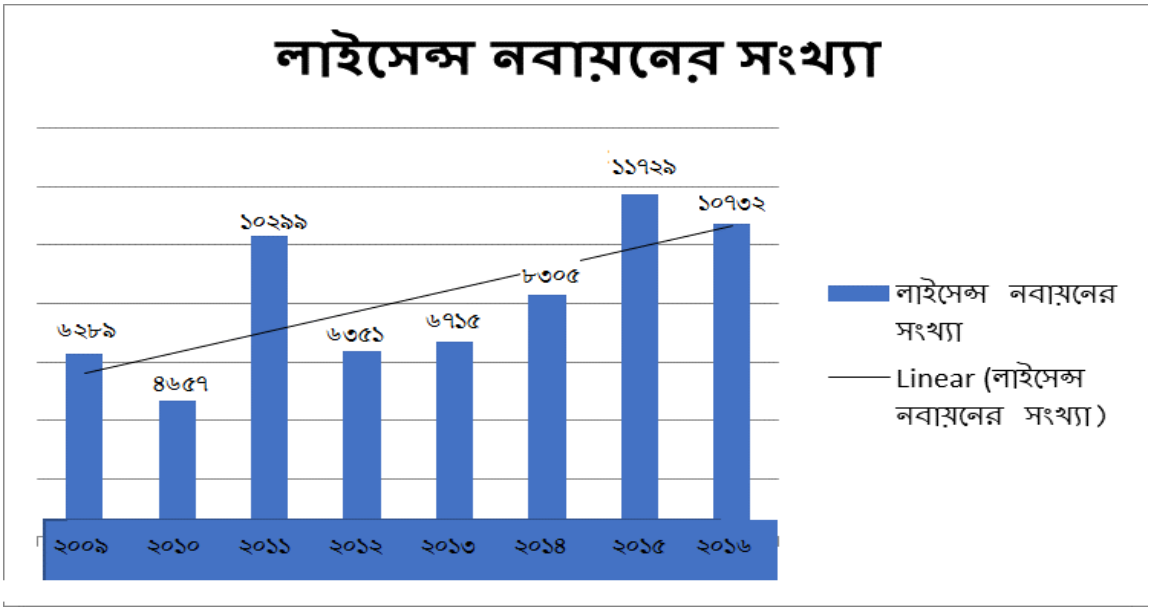

এক নজরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বাজেটের পরিসংখ্যান চিত্র

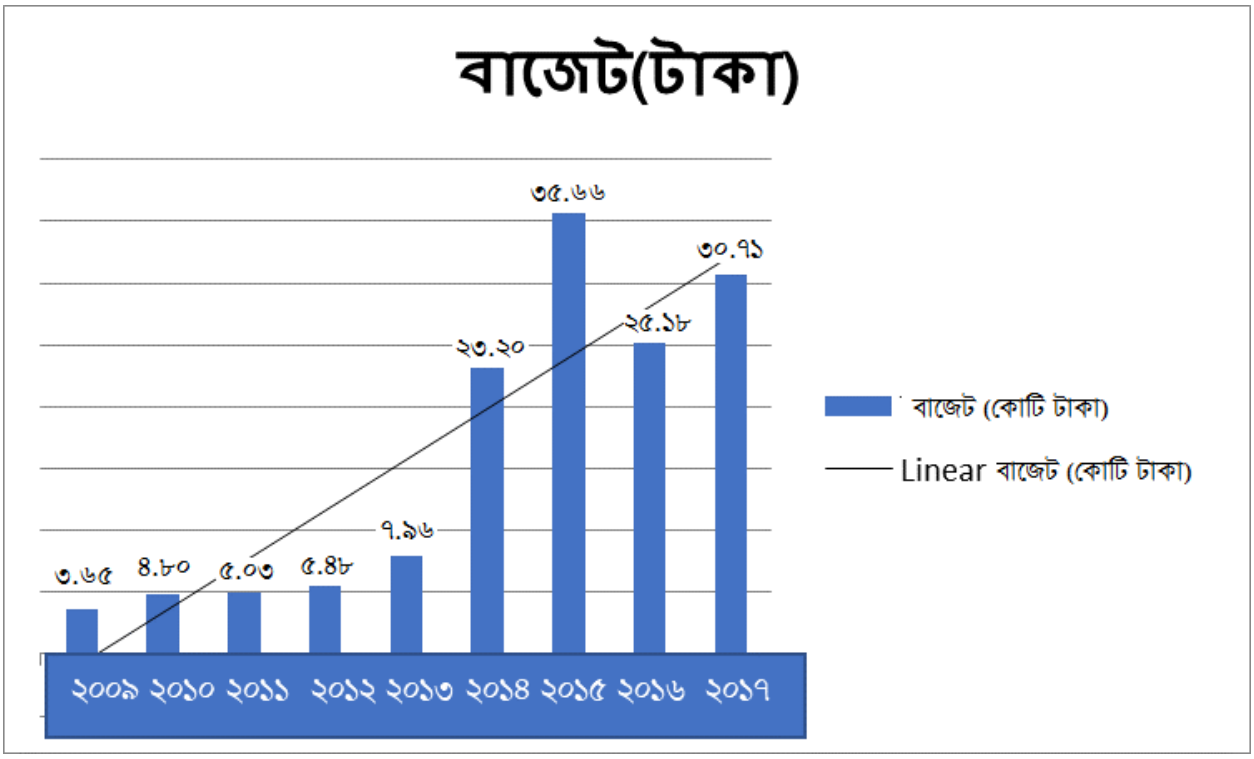

হেল্পলাইন:

পোশাক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে একটি টোল ফ্রি হেল্প লাইন (Help line) চালু করা হয়েছে, যার নম্বর ০৮০০-৪৪৫৫০০০। এই নম্বরে বিনামূল্যে শ্রমিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন। তাঁদের অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। হেল্প লাইনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ

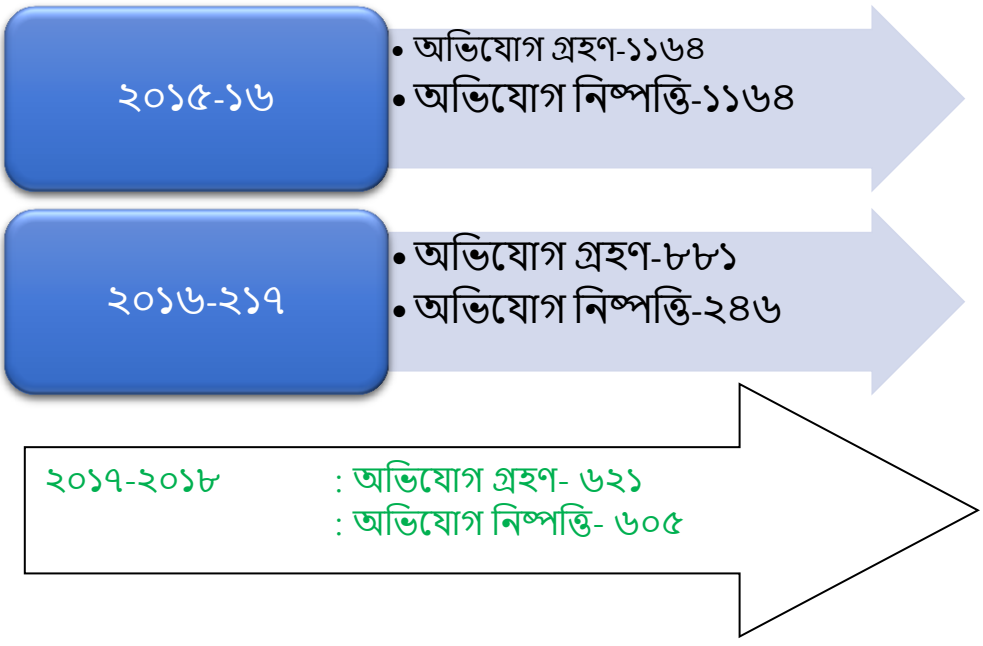

শ্রম অধিদপ্তর

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা

www.dol.gov.bd

শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এবং শ্রম সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ। শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা এ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। এ অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে একজন একজন অতরিক্ত সচিব দায়িত্ব পালন করে থাকনে। শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪ টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রম সম্পর্কিত যাবতীয় র্কমকান্ড পরচিালনা করে থাকে।

শ্রম অধিদপ্তর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহ:

- ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- অংশগ্রহণ কমিটির তত্ত্বাবধান করা;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরি কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণ করা;
- আই.এল.ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই.এল.ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা; এবং
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

শ্রম অধিদপ্তর-এর শ্রম ও শ্রমিকের কল্যাণের সাফল্য চিত্র উপস্থাপন করা হল:

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম:

'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' অনুযায়ী দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শ্রমিক মালিক উভয়ের স্বার্থ সমুন্নত রেখে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য শ্রম অধিদপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ২,০২৭ টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এবং এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

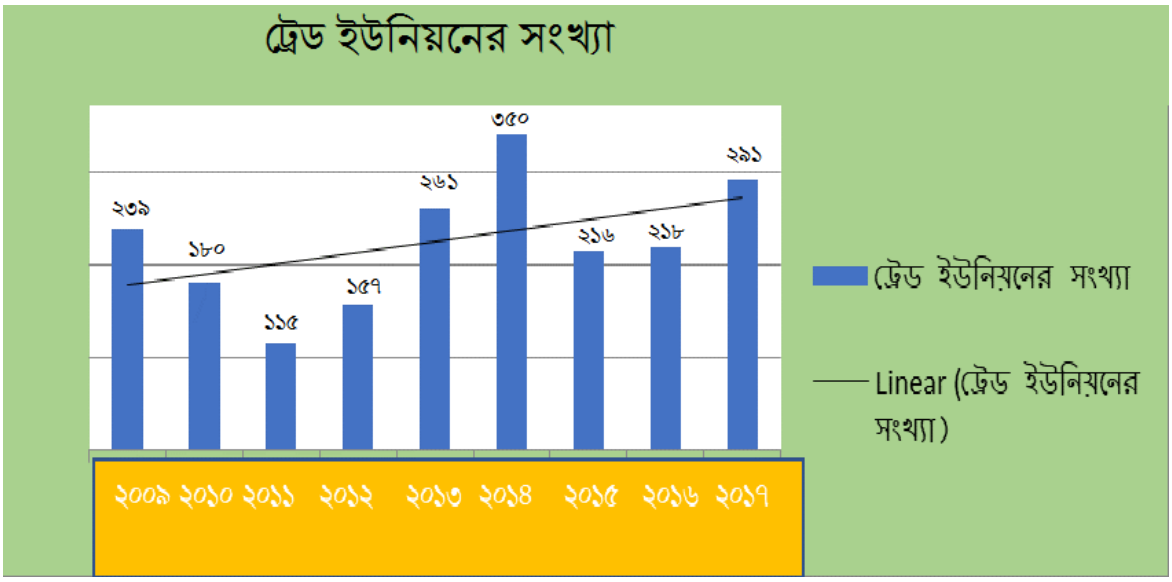

সালিশী কার্যক্রম:

'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' এর চর্তুদশ অধ্যায়ের ২১০ ধারা-এর আওতায় শান্তিপূর্ণ পন্থায় সালিশি কার্যক্রমের মাধ্যমে সালিশ হিসাবে শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি করা এ দপ্তরের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এ পর্যন্ত সর্বমোট শিল্প বিরোধ পাওয়া যায় ১২৩২ টি । তন্মধ্যে নিস্পত্তিকৃত বিরোধের সংখ্যা ৭১৪টি এবং অনিস্পন্ন বিরোধের সংখ্যা ৫১৮টি । শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে শিল্প বিরোধ প্রাপ্তির সংখ্যা যেমন কমেছে তেমনি শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সংখ্যাও কমেছে। তবে ২০১৬, ২০১৭ সালে শিল্প বিরোধ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তি সংখ্যার পার্থক্য ২০০৯,২০১০ সালের তুলনায় কমেছে অর্থাৎ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে শ্রম অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

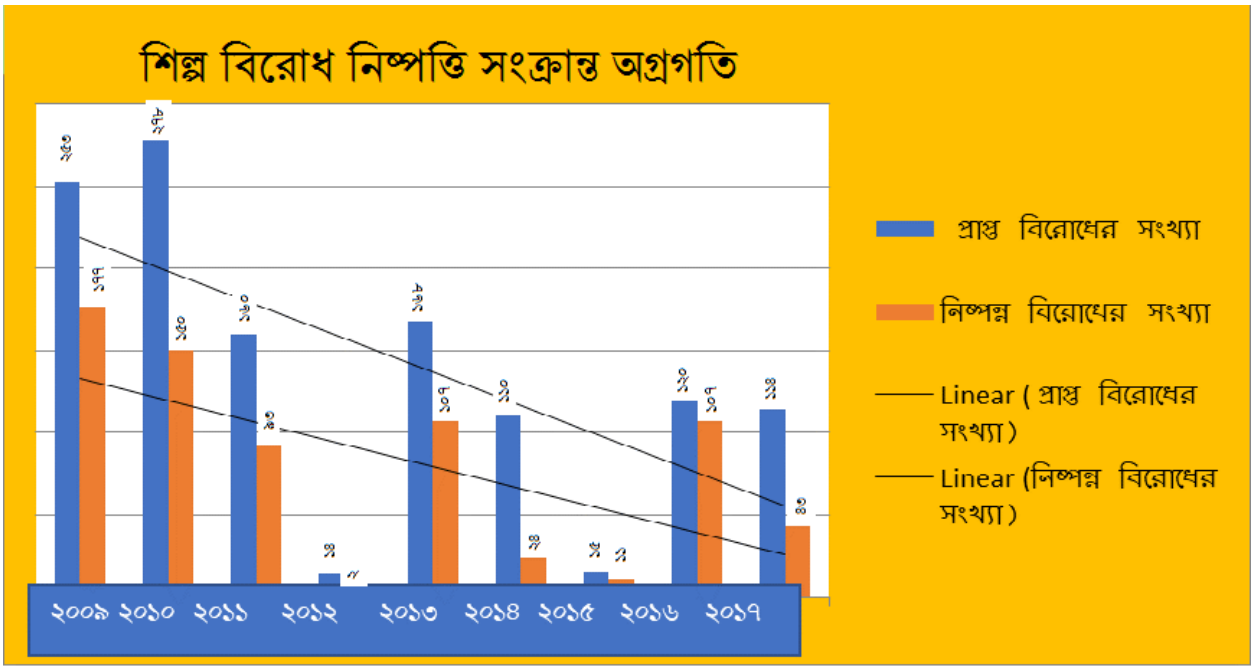

<u>শ্রম কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:</u>

দেশের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল পরিচালনার মাধ্যমে শ্রমিকদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত, কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের পুরাতন ৪টি বিভাগে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) স্থাপিত ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, মালিক প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শ্রম মান, শ্রম অর্থনীতি, শ্রম কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে মোট ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার কর্মস্থলে সহযোগিতা ও কর্তব্য সর্ম্পকে সচেতনাতামূলক শ্রমিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা ও ঔষধ সরবরাহ, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৮১টি শিল্প সম্পর্ক কোর্স-এর মাধ্যমে ৩ ,২৭৪ জন প্রশিক্ষণার্থী, ৭৫৯টি শ্রমিক শিক্ষা কোর্স-এর মাধ্যমে ২৫,১৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং ২২৫টি আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে ৬৮৬৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৬৫ টি কোর্স এ ৩৫,২৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

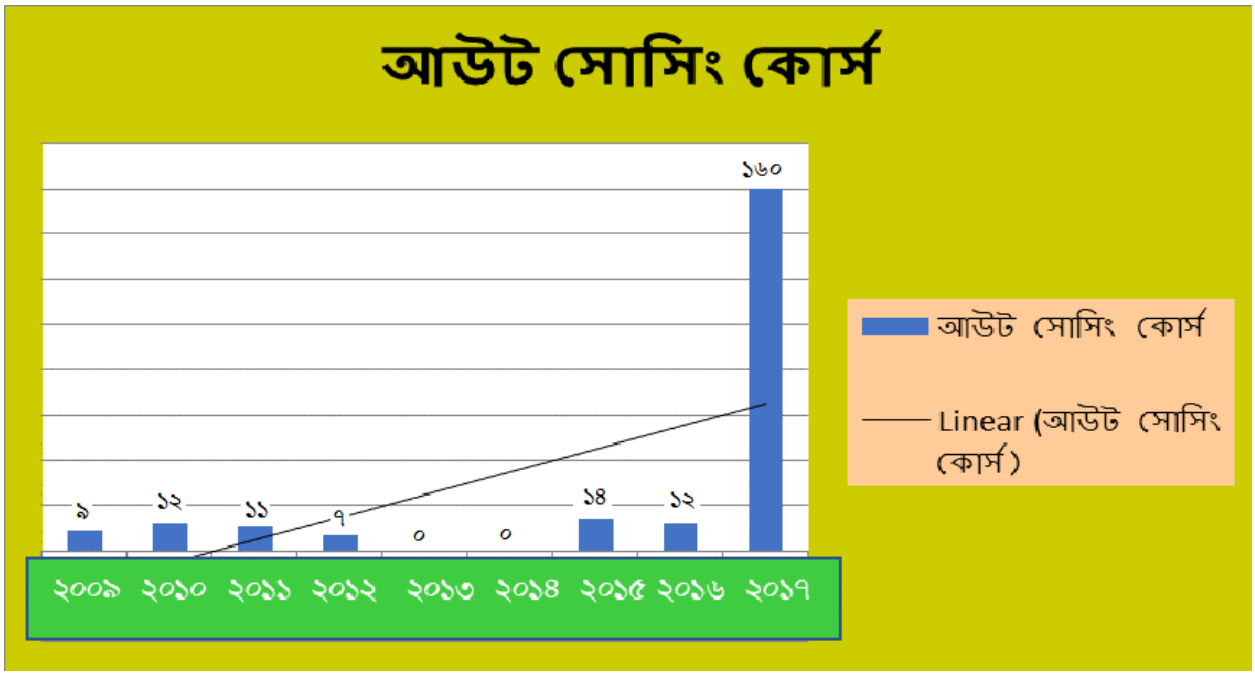

আউট সোসিং কোর্স
৯
১২
১১
৭
০
০
১৪
১২
১৬০
২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭
আউট সোসিং কোর্স
Linear (আউট সোসিং কোর্স)

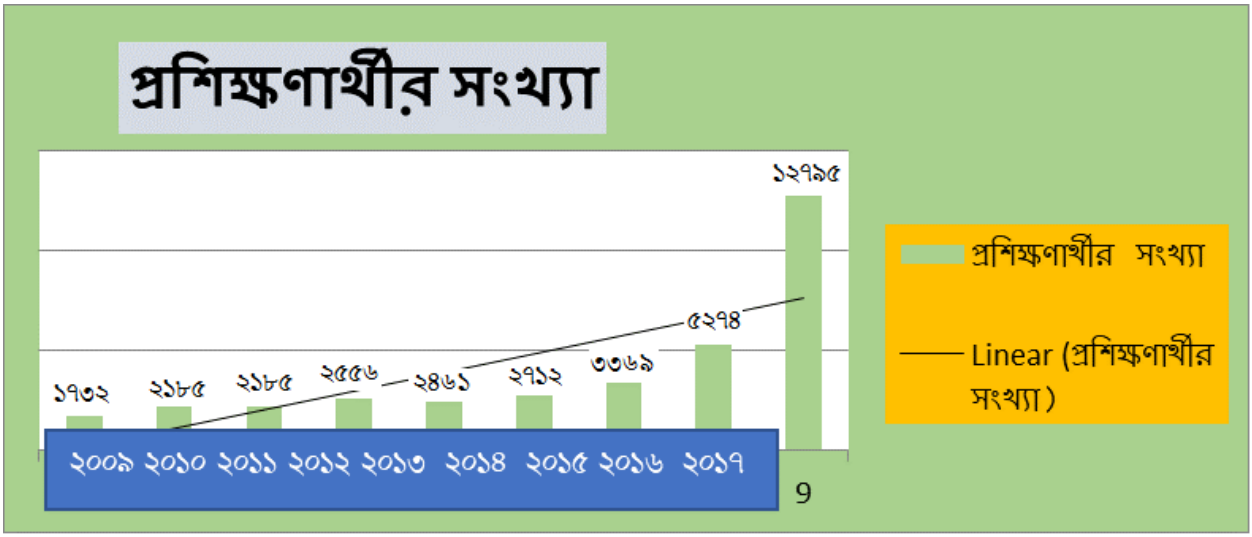

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১৭৩২
২১৮৫
২১৮৫
২৫৫৬
২৪৬১
২৭১২
৩৩৬৯
৫২৭৪
১২৭৯৫
২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭
9
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
Linear (প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা)

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালত

৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা

www.lat.gov.bd

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অমীমাংসিত বিষয়ে রায় প্রদানসহ বিচার বিভাগীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। ৭টি শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের মাননীয় চেয়ারম্যানগণ কর্তৃক (জেলা ও দায়রা জজ) বিচার করা হয়। শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারে। সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করলে উক্ত ট্রাইব্যুনাল এর মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্য (বিচারপতি)গণ এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের অবস্থানঃ

ক্রনং/	আদালতের নাম	অবস্থান
১।	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
২।	১ম শ্রম আদালত, ঢাকা।	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩।	২য় শ্রম আদালত, ঢাকা	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৪।	৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা।	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৫।	১ম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম।	৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
৬।	২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম।	৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
৭।	বিভাগীয় শ্রম আদালত, রাজশাহী	শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
৮।	বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা।	১৪,স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।

এছাড়াও শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অমীমাংসিত বিষয়ে চলমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য **রংপুর, বরিশাল ও সিলেটে** আরও তিনটি আদালত স্থাপনের কার্যক্রম **চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে**। নীচের লেখচিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মামলা নিষ্পত্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

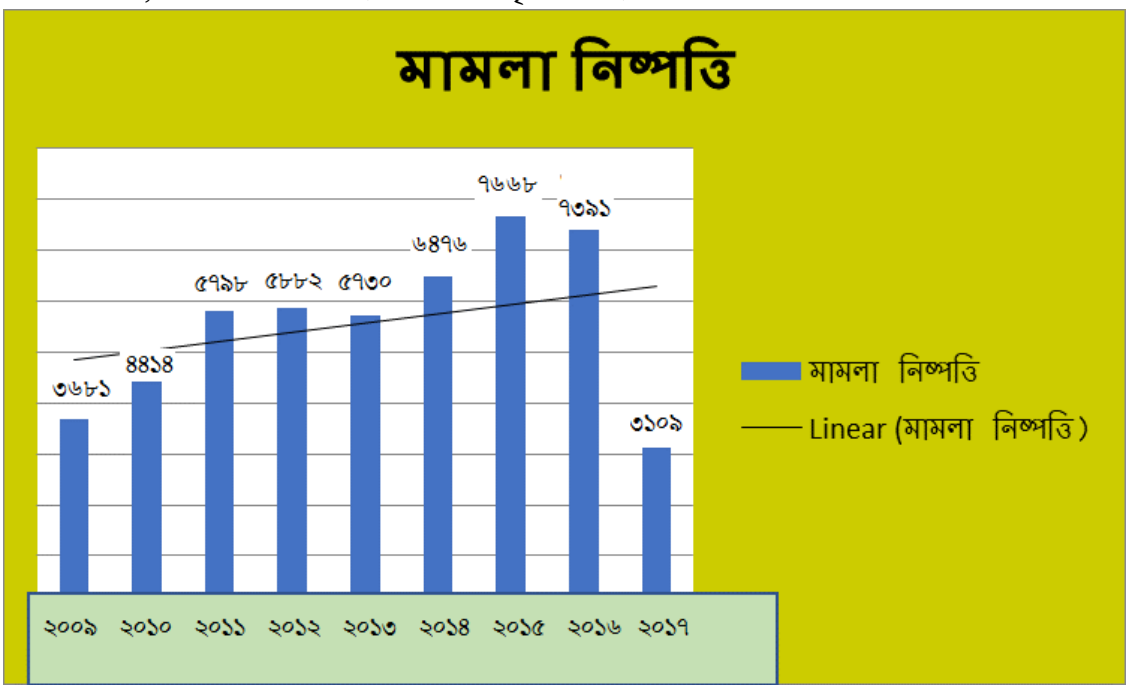

নিম্নতম মজুরী বোর্ড

২২/১, তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.mwb.gov.bd

‘বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬’ অনুযায়ী বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণ এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর যে কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম-মজুরি হার পুনর্নির্ধারণ করার জন্য এ মন্ত্রনালয়ের অধীনে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ একজন নিরপেক্ষ স্থায়ী সদস্য, মালিকপক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য, শ্রমিকপক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ২ জন সদস্য অর্থাৎ মোট ৬ জন সদস্য নিয়ে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠিত হয়। গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে প্রায় ৪০ লক্ষ নারী পুরুষ কর্মরত আছে। তাদের মধ্যে ৮০ ভাগই নারীশ্রমিক। তাদের জন্য যাতায়াত, চিকিৎসা, খাদ্য ও ডে- কেয়ার ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য বাৎসরিক ৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ হওয়ায় নারী উন্নয়নে এটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে। নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ৪৩টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪০টি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পুনর্নির্ধারিত ৪০টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে পুনর্নির্ধারণের সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে এমন ২০টি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ৩৮টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ০৭টি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শিল্প সেক্টরের মজুরি পুনর্নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০০৯ সনে সরকার ক্ষমতায় এসে ২০১০ সনে দেশের শ্রমঘন ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী RMG সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১৬৬২ টাকা হতে ৮২% বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা পুনর্নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করেছে । পরবর্তীতে পুনরায় ২০১৩ সনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হতে ৭৭% বৃদ্ধি করে ৫,৩০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে । এছাড়া বর্তমানে এ সেক্টরে মজুরি তৃতীয়বারের মত পুনর্নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে । এ লক্ষ্যে গঠিত মজুরি বোর্ড কাজ করছে। মজুরি বোর্ডের সুপারিশ মোতাবেক এ সেক্টরের নিম্নতম মজুরি ৫,৩০০/- (পাঁচ হাজার তিনশত) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা পুনর্নির্ধারন করা হয়েছে যা শীঘ্রই কার্যকর করা হবে ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

১.০ রূপকল্প (Vission)

বাংলাদেশে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

২.০ অভিলক্ষ্য (Mission)

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সেবার আওতায় আনা।

৩.০ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াসকে একইসূত্রে গেঁথেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শিল্পায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের সুমহান লক্ষ্যে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়।

৪.০ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য বর্তমান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) প্রণয়ন করে। আইনটি ০১ অক্টোবর ২০০৬ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনটি ১৯৬৮ সালে প্রণীত কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিকদের অংশগ্রহণ) আইনের সংস্করণ। ইতোপূর্বে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বাধ্যবাধকতার অভাবে যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ত্রয়োদশ বৈঠকে এ আইনটি সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইনটি সংশোধন পূর্বক 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে আইনটির আলোকে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং এর কতিপয় বিধি সংশোধন ও সংযোজন করে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১৫ সনে সংশোধন করা হয়।

৫.০ আইনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোষাক শিল্পের কারখানা ব্যাতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (নির্মান শ্রমিক, কৃষিকাজ, গৃহ শ্রমিক, রিক্সা/ভ্যান চালক ইত্যাদি) খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন, অসুস্থ/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান, শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান করা ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য।

৬.০ ফাউন্ডেশনের রূপকল্প

বাংলাদেশে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

৭.০ ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড

ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব। এছাড়া, শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম পরিচালক এবং অর্থ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক

মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্দ্ধ পদমর্যাদার পর্যায়ের ১ জন করে কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে একজন করে মহিলা প্রতিনিধিসহ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধি উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

৮.০ ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন;
(খ) অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(গ) অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(ঘ) দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;
(ঙ) শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;
(চ) শ্রমিকদের জীবনবীমা করণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;
(ছ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
(ঞ) শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৯.০ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ

(১) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.blwf.gov.bd) চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশে সাধারন শ্রমিক জনগোষ্ঠী ফাউন্ডেশনের যাবতীয় তথ্যাবলী খুব সহজেই জানতে পারবে এবং আর্থিক অনুদান ফরম ডাউনলোড করতে পারবে;

(২) প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা/পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অডিট ফার্মকে সম্প্রতি নির্বাচন করা হয়েছে;

(৩) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের শূন্য পদে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মোট ১২ (বার) জন চিকিৎসক/মেডিকেল অফিসার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে; এবং

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি লোগো ও স্লোগান নির্বাচন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং বিশেষত্বকে তুলে ধরছে।

(৫) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলের অনুদান শিউরক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

১০.০ ফাউন্ডেশনের তহবিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের একটি 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' রয়েছে। উক্ত তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিলের প্রধান উৎস হচ্ছে- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর মুনাফার একটি অংশ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ২৩৪(খ) ধারার বিধান মোতাবেক কোনো কোম্পানির মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হবার অন্যূন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করবে।

১১.০ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ

শিক্ষা খাত

- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও

● সরকারি মেডিকেল কলেজে
● উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি
● কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে ২,০০,০০০ টাকা
● মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য ২৫,০০০ টাকা
● জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫০,০০০ টাকা
● অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ ২৫,০০০ টাকা
● শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য সহায়তা ১,০০,০০০ টাকা

১২.০ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পদ্ধতি

ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে শিক্ষাবৃত্তি/যৌথ বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ/চিকিৎসা সাহায্য/দাফন বা অন্তেষ্টিক্রিয়া/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিককে সাহায্য প্রদান/দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারকে সাহায্য প্রদান এবং মাতৃত্ব কল্যাণ এসব খাতে বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা/অনুদান পাওয়ার জন্য একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সুপারিশসহ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/মেম্বার এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে। এছাড়া শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা শিক্ষা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা) উল্লেখ থাকতে হবে।

১৩.০ অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির আবেদনের সময়সীমা

দুর্ঘটনার কারণে কোন শ্রমিক জখমপ্রাপ্ত হলে অথবা অসুস্থ হলে বা মৃত্যুবরণ করলে উক্ত জখমপ্রাপ্তি, অসুস্থতা বা মৃত্যুবরণের তারিখ হতে বিদ্যমান বিধি মোতাবেক ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক নিজে অথবা ক্ষেত্রমত তার আইনগত উত্তরাধিকারী মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর নিকট অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন করা না হলে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখপূর্বক পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে আবেদন করা যাবে। উক্ত আবেদনের ফরম ঌঌঌ.নষভি.মড়া.নফ হতে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে এবং আবেদন করা যাবে।

১৪.০ শ্রমিক/শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান

বিভিন্ন ঘটনায় নিহত, আহত ও অসুস্থ শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে এ পর্যন্ত নিম্নরূপ অনুদান প্রদান করা হয়েছে ঃ

● প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মোট ৫,৬৮৬ জন শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের জমাকৃত তহবিল হতে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ২৩ কোটি (তেইশ কোটি) টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

● দেশের বিভিন্ন স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মোট ৬২ জন মৃত শ্রমিকের পরিবার ও শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের গত ১১/০৫/২০১৭ তারিখে ৬৪,৫০,০০০/- (চৌষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রদান করা হয় যা ফাউন্ডেশনের জন্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি অর্জন।

● শ্রমিকদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা হিসেবে শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন হতে এ পর্যন্ত ৭৬০-এর অধিক জনকে প্রায় ৩.৫ কোটি (তিন কোটি পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

● যৌথ বীমাভুক্ত শ্রমিকদের বার্ষিক প্রিমিয়াম বাবদ এ পর্যন্ত ৫৪,৫৫,৮৫০/- (চুয়ান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

● পেট্রোল বোমা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন এমন ৯৯জন শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারকে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা করে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে সুচিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

● আশুলিয়াস্থ তাজরীন ফ্যাশনস লিঃ এর অগ্নিকান্ডে এ পর্যন্ত নিহত (সনাক্তকৃত) ১০৯ জন শ্রমিকের প্রতি পরিবারকে ১ (এক) লক্ষ টাকা করে মোট ১,০৯,০০,০০০/- (এক কোটি নয় লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

● সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত ৪১ জন মৃত ও অসুস্থ প্রতি শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ২০,০০০/- বিশ হাজার করে মোট ৮,২০,০০০/- (আট লক্ষ বিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

● বোমা বিস্ফোরণে ১ জন শ্রমিকের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সুচিকিৎসার জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

● তোবা গ্রুপের অনশনরত অসুস্থ শ্রমিকদের এ্যাম্বুলেন্স ভাড়াসহ চিকিৎসা ব্যয় বাবদ মোট ৪৮,৩৫৫/- (আটচল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

● গাজিপুরস্থ শিল্প কারখানা ট্রাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড এ অগ্নি দূর্ঘটনায় আহত (৪০ জন) ও নিহত (৩২ জন) শ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে প্রত্যেক আহত শ্রমিককে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং প্রত্যেক নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা করে সাহায্য প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে চেক প্রদান অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

● দিনাজপুরে বয়লার বিস্ফোরন ঘটনায় মোট ২১ জন হতাহতকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে অর্থ সাহায্যের চেক প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে মৃত ১৮জন শ্রমিকের পরিবারের প্রত্যেককে ২,২৫,০০০/-(দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার) এবং ৩ জন আহত শ্রমিকের প্রত্যেককে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়।

● শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলের অনুদান শিউরক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

বর্তমান শ্রমবান্ধব সরকার মেহনতী ও শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে প্রদত্ত স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করছে। ভবিষ্যতে শ্রমজীবীদের কল্যাণে আরো ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় তহবিল

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.centralfund.gov.bd

কেন্দ্রীয় তহবিল (আরএমজি সেক্টর)

১.০ রূপকল্প (Vission)

শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

২.০ অভিলক্ষ্য (Mission)

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানিমূল্যের ০.০৩% প্রদান নিশ্চিত করে সকল অঞ্চল ও স্তরের রপ্তানিমুখী প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে কেন্দ্রীয় তহবিল-এর সেবার আওতায় আনা।

৩.০ কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ

১। শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২। শ্রমিকের স্বাস্থ চিকিৎসা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা;
৩। শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের লেখাপড়ায় আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখা।
৪। কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে অথবা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৪.০ কেন্দ্রীয় তহবিলের পরিচিতি

শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২(৩) ধারার বিধান অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'কেন্দ্রীয় তহবিল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত তহবিল পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড ও গঠন করা হয়েছে।

৫.০ পরিচালনা বোর্ডের গঠন

বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫-এর বিধি ২১৮ অনুযায়ী নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত :

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/সংগঠন	পদবী
১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী	চেয়ারম্যান
২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩	সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক এসোসিয়েশনের সভাপতি	ভাইস-চেয়ারম্যান
৪	রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক সংগঠন কর্তৃক মনোনীত উহার তিনজন সদস্য	সদস্য
৫	সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ফেডারেশনের তিনজন সদস্য	সদস্য
৬	কেন্দ্রীয় তহবিল-এর মহাপরিচালক	সদস্য-সচিব

৬.০ তহবিলের অর্থের উৎস

শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অর্থের উৎস সমূহ নিম্নরূপ -

(ক) শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট অর্থের ০.০৩%;
(খ) ক্রেতা বা কার্যাদেশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাধীন অনুদান;
(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন অনুদান;
(ঘ) দেশি-বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান; এবং

(ঙ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা।

৭.০ 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অর্থের ব্যবহার

'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অধীন (১) 'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব' এবং (২)'আপদকালীন হিসাব' নামে ২টি হিসাব রয়েছে। 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এ প্রাপ্ত মোট অর্থের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ 'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব' এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ 'আপদকালীন হিসাব'-এ জমা হবে।

(১) 'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব' হতে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ-

● কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যু ঘটলে অথবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী বা তাহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ও পোষ্যকে ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান;

● কোন সুবিধাভোগী চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গেলে তিনি বা তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান;

● কোন সুবিধাভোগী কর্মকালীন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে তার কোন অঙ্গহানি ঘটলে যা স্থায়ী অক্ষমতার কারণ না হলে তাকে অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান; এবং

● এছাড়া, অসুস্থ সুবিধাভোগীদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তিপ্রদান, সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুবিধা হিসেবে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

(২) 'আপদকালীন হিসাব' হতে অনুদান প্রদান-

● কোন কারখানা বা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হলে বোর্ড কর্তৃক সুবিধাভোগীদের পাওনা অর্থের সমুদয় বা আংশিক পরিশোধ;
● সুবিধাভোগীদের গ্রুপ বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়ামের অর্থ প্রদান; এবং
● সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা স্কীম চালুকরণ।

৮.০ আর্থিক সহায়তা প্রদান

জুন ২০১৮ পর্যন্ত নিম্নোক্তভাবে মোট ২,০০০ জন শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকের পরিবার এবং আহত শ্রমিককে প্রায় ৪০,০০,০০,০০০/- (চল্লিশ কোটি) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে :

(১) 'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব' হতে-

এপর্যন্ত ৪৫০ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ৯ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(২) 'আপদকালীন হিসাব' হতে -

বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-এর সদস্যভুক্ত বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় মৃত ৪৫০ জন শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদের মাঝে ২,০০,০০০/- টাকা হারে মোট ৯,০০,০০,০০০/- (নয় কোটি) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।